দৈনিক খবর

021

15 JAN 1988

তারিখ 15 JAN 1988

পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

'শিক্ষা সুযোগ নয়, শিক্ষা অধিকার'

গত ২৪শে পৌষ (৯ই জানুঃ) 'দৈনিক খবর' পত্রিকায় প্রকাশিত "মেধা নয়, ডোনেশনের দাপটে মধ্যবিত্তের সন্তানেরা অসহায়" সংবাদটির মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার নগ্নরূপ আরেকবার সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। শিক্ষার আলো হাতে নিয়ে রাজধানীর স্কুলগুলোর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মেধাকে পাশ কাটিয়ে মোটা অংকের টাকা পকেটে পুরে নিয়ে বিত্তবানদের সন্তানদের যেভাবে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, একবারও কি তারা ভাবলেন না 'আমরা কি করছি?' এতোদিন জানতাম মেধাকে সঠিকভাবে বিকশিত করাই তাঁদের কাজ। এখন দেখছি সবই উল্টো। এভাবে ইচ্ছা করে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে অকালে ঘুন ধরাচ্ছেন তাঁর পরিণামে এটা যে কত বড় ক্ষতি করতে পারে তা তাঁরা ভেবে দেখেছেন কি? যাদেরকে ডোনেশনের মাধ্যমে ভর্তি করাচ্ছেন সেইসব মেধাবীদের এবং ঐসব স্কুল কর্তৃপক্ষকে বলছি, 'ছাগল দিয়ে কিন্তু হাল-চাষ করা যায় না, তার জন্য গরুর দরকার হয়।"

আরেকটি কথা যাদের কাছ থেকে ডোনেশন নেয়া হচ্ছে, অর্থাৎ সেইসব তথাকথিত ভিআইপিরা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের শোষণ করে আজ এ স্তরে এসেছে। আর তারা তাদের কুলাঙ্গারদেরকে আপনাদের সহযোগিতায় ভর্তির জন্য ডোনেশনের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। অথচ বাদ পড়ছে তারা যারা অসহায় (শোষিত)। আর ক্ষোভ করছে সেইসব অভিভাবকরা যাদের মেধা আছে, কিন্তু ডোনেশন নেই।

পরিশেষে বলছি, "শিক্ষা সুযোগ নয়, শিক্ষা অধিকার"। এটা নিশ্চয়ই জানেন তাঁরা আর না জানা থাকলে জেনে নিন।

পীযুষ কান্তি দে
৬২নং উত্তর বাড়ী
জগন্নাথ হল
ঢাঃ বিঃ

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সমীপে

বর্তমানে দেশের ১৮টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রতিটি সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে থাকে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রতিবারই কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার পর কম করে হলেও আরও তিন তিন বার সেই তারিখ পরিবর্তন করা এখন বোর্ডের প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরের কারিগরি শিক্ষার পরিবেশ পর্যালোচনা করলে তা দিবালোকের ন্যায় সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

প্রসঙ্গতঃ বর্তমানে চলমান সেমিস্টার পরীক্ষার কথাই বলা যাক। কর্তৃপক্ষ বর্তমানে বিভিন্ন বর্ষের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ বিগত ৫ই ডিসেম্বর '৮৭ হতে শুরু করার কথা সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন এবং পরীক্ষার রুটিন ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। উল্লেখিত তারিখটি এমনিতেই বেশ বিলম্বে ঘোষণা করা হয়। তবুও পরীক্ষার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে উক্ত তারিখ পরিবর্তন করা হয় এবং ২১শে জানুয়ারী '৮৮ থেকে পরীক্ষা গ্রহণের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়। যথারীতি পরীক্ষার রুটিনও দেয়া হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবারও কিছু সংখ্যক ছাত্র উক্ত তারিখ পরিবর্তনের দাবী জানাচ্ছে— আর বোর্ড কর্তৃপক্ষ ঐ দাবীকে কেন্দ্র করে পুনঃ মিটিং করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট নিবেদন, আপনাদেরতো এ কথা নিশ্চয়ই জানা উচিত যে, কিছু সংখ্যক ছাত্র নামধারী দুর্নীতিবাজ তরুণ আমাদের সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাম্প্রতিককালে অত্যন্ত অনাকাংখিতভাবে গজিয়ে উঠেছে। তারা কখনো চায় না যে, পরীক্ষা সঠিক সময়ে হোক। কেননা, সঠিক সময়ে পরীক্ষা হলে তাদের অপকর্মের মেয়াদ কমে যাবে। পক্ষান্তরে আমরা যারা সাধারণ ছাত্র তারা এক নিদারুণ দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছি। এ কথা বলা বাহুল্য যে, সাধারণতঃ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা যারা পড়তে আসি তাদের অনেকেই নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের। আমাদের অনেকের পিতা-মাতা নিজেদের শেষ সম্বল জমিটুকু বিক্রি করে আমাদের পড়ার খরচ চালান। আবার অনেকের সেই এক টুকরা জমিও নেই যে, বিক্রি করবে। তাই বিভিন্ন সাহায্য, লজিং বা টিউশনির আশ্রয় নিয়ে নিজেদের শিক্ষা ব্যয় বহন করে থাকি। আর আমাদের পিতা-মাতারা তীর্থের কাকের মত চেয়ে থাকে কখন তাদের দুলাল লেখা-পড়ার পাট চুকিয়ে বেরিয়ে আসবে আর দু'মুঠো অন্ন শান্তিতে খেতে পারবো।

কিন্তু আজ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এরূপ দুর্বলতার দরুন অনেক আকাংখিত চোখই চিরতরে বুজে যাচ্ছে। অতএব সম্মানিত বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট নিবেদন, বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে আপনাদের হাতকে মজবুত করুন এবং সঠিক সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করে সৎ সাহসের পরিচয় দিন।

এস এম রহমতউল্লাহ ও
ইকবাল চৌধুরী
সিলেট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
সিলেট।